লাঠিচার্জের ভিডিও করায় সাংবাদিকের মোবাইল নেওয়ার অভিযোগ এডিসির বিরুদ্ধে



এডিসি জাহিদুল ইসলাম। ছবি: সংগৃহীত

রাজধানীর মিরপুরে পোশাকশ্রমিকদের আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহের সময় পুলিশের এক কর্মকর্তার বিরুদ্ধে সাংবাদিকের মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। রোববার (১ নভেম্বর) সকালে আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশের লাঠিচার্জের দৃশ্য ধারণ করতে গিয়ে এ ঘটনার শিকার হন কালের কণ্ঠের মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার মাহবুব ইসলাম। অভিযুক্ত কর্মকর্তা মিরপুর জোনের অতিরিক্ত উপকমিশনার (এডিসি) জাহিদুল ইসলাম।

সকাল সাড়ে ১১টার দিকে আন্দোলনকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠিচার্জ শুরু করে পুলিশ। তখন ভিডিও করছিলেন মাহবুব। তাঁর অভিযোগ, এডিসি জাহিদুল ইসলাম তাঁর কাছে মোবাইল ফোন চান। তিনি ফোনটি পেছনে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করলে ওই কর্মকর্তা টান দিয়ে সেটি নিয়ে যান। পরে সাংবাদিক পরিচয়পত্র দেখিয়েও ফোনটি ফেরত পাননি তিনি।

ঘটনাস্থলে থাকা মিরপুর মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলে ফোন ফেরত পাওয়ার চেষ্টা করেন মাহবুব। এডিসি জাহিদুল ইসলামের সঙ্গেও কয়েকবার যোগাযোগ করেন। প্রতিবারই ফোন ফেরত দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়। একপর্যায়ে ফোনটি নির্দিষ্ট একটি জায়গায় রয়েছে বলেও জানানো হয়। তবে সর্বশেষ যোগাযোগের সময় পুলিশ জানায়, ফোনটি এখনো তাদের হাতে পৌঁছায়নি। খুঁজে না পাওয়া গেলে নতুন ফোন কিনে দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। ঘটনার ৮ থেকে ১০ ঘণ্টা পেরিয়ে গেলেও ফোনটি ফেরত পাননি মাহবুব।

একই সময় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে পুলিশের বাধার মুখে পড়েন ঢাকা পোস্টের মাল্টিমিডিয়া রিপোর্টার মারুফ হোসেন। তাঁর অভিযোগ, ভিডিও ধারণের সময় এডিসি জাহিদুল ইসলাম তাঁকে বলেন, 'ভাই, আপনারা কী ভিডিও করছেন? সরে যান, দূরে যান।'

ভিডিও করতে বাধা দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে জাহিদুল ইসলাম বলেন, 'এখন অনেক ঝামেলায় আছি, মাথা গরম আছে।' জবাবে মারুফ হোসেন বলেন, 'আপনি অপেশাদার আচরণ করছেন। আপনি আন্দোলনে পুলিশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আপনার মতো একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা যদি সাংবাদিকদের সঙ্গে এ ধরনের আচরণ করেন, তাহলে অধস্তন কর্মকর্তারা কী আচরণ করবেন?' পরে পরিস্থিতি বিবেচনায় সাংবাদিকেরা ঘটনাস্থল থেকে সরে যান।

মাহবুব ইসলাম বলেন, 'আমার মোবাইল ফোনে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ, বিশেষ প্রতিবেদনসংক্রান্ত বক্তব্য ও বিভিন্ন প্রয়োজনীয় নথি রয়েছে। ফোনটি না থাকায় সারাদিন কোনো কাজ করতে পারিনি। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে ফোনটি নেওয়ার পর থেকে বারবার যোগাযোগ করেও এখনো ফেরত পাইনি।'

তবে মোবাইল ফোন নেওয়ার অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এডিসি জাহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, 'আমি সাংবাদিকের কোনো মোবাইল নিইনি।' এ সময় উপস্থিত সাংবাদিকেরা তাঁকে ঘটনার ভিডিও ফুটেজ দেখিয়ে বিষয়টি জানতে চাইলে তিনি সেখান থেকে সরে যাওয়ার চেষ্টা করেন। পরে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দিয়ে বলেন, 'স্যার আছেন, স্যারের সঙ্গে কথা বলেন।'